মাঠে - ময়দানে

কিউয়ি সুপার স্ম্যাশে অকল্যান্ডকে (২০২/৫) ৬ উইকেটে হারাল নর্দার্ন নাইটস (২০৩/৪)।

কিউয়ি সুপার স্ম্যাশে ওয়েলিংটনকে (৮৮) ৬২ রানে হারাল ক্যান্টারবেরি (১৫০/৮)।

চ্যাপেল ও ওয়া ভাইদের রেকর্ড স্পর্শ করলেন মার্শ ভাইরা

সিডনি, ৭ জানুয়ারি: চ্যাপেল ও ওয়া ভাইদের কৃতিতবে থাবা বসালেন মার্শরা। অজি ক্রিকেটে চ্যাপেল ভাইদের পারিবারিক ইতিহাস অত্যন্ত উজ্জ্বল। পিছিয়ে নেই ওয়া ভাইরাও। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে মার্শ ভাইদের যুগ চলছে। সিডনি টেস্টে শন ও মিচেল মার্শের দোড়া শতরান অস্ট্রেলিয়ার হাতে এনে দেয় ম্যাচের রাশ। একই সঙ্গে 'মার্শ ব্রাদার্স' ব্র্যান্ডকে চ্যাপেল-ওয়াদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দেয়। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্টের একই ইনিংসে গ্রেগ ও ইয়ান চ্যাপেল সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনবার। তাও আবার একই টেস্টে দু'বার এমন বিরল কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন গ্রেগ ও ইয়ান। ১৯৭৪ সালে ওয়েলিংটন টেস্টের ইভয় ইনিংসে চ্যাপেল ভাইদের ব্যাটে তিন অঙ্কের রান এসেছিল। তার আগে ১৯৭২ সালে ওভারে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে শতরান করেছিলেন তারা।

স্টিভ ও মার্ক ওয়া ১৯৯৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কিংস্টোন টেস্টের প্রথম ইনিংসে এবং ২০০১ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওভাল টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন। দীর্ঘ ১৭ বছর পর সেই ছবিটাই ফিরল সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। শন মার্শের ১৫৬ ও মিচেল মার্শের ১০১ রানের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ৬৮৯ রান তুলে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ৯৩/৪। ইতিমধ্যেই প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছেন কুক (১০), স্টোনম্যান (০), ভিন্স (১৮) ও মালান (৫)। অপরাজিত আছেন রুট (৪২) ও ব্রেইরস্টো (১৭)। লিয়ঁ ২টি এবং স্টার্ক ও কামিন্স ১টি করে উইকেট নিয়েছেন।

জয়ের স্রোতে ফিরল বাগান-তরী

লিগ অভিযানের শুরুতেই হিট শঙ্কর

আইজলের বিরুদ্ধে গোল করার পর ডিকার উচ্ছ্বাস। সঙ্গী হয়েছেন ক্রোমা। -অরিজিৎ গাঙ্গুলী

মোহনবাগান : ২ (সাইঘানি আত্মঘাতী ৫৩, ডিকা ৭৫)
আইজল এফসি : ০

স্টাফ রিপোর্টার: কোচ বদলে ভাগ্য বদলাল মোহনবাগানের। গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইজল এফসি'র বিরুদ্ধে মন মাতানো ফুটবল খেলে জয়ের রাস্তায় ফিরল গঙ্গাপারের দলটি। টানা চার ম্যাচ পর পুরো পয়েন্ট জুটল বাগানের।

বারাসতে চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে সনি নর্ডি ও ইউটা কিনোয়াকি চোট পাওয়ার পরেই চাপে পড়ে যায় মোহনবাগান। ডার্বি জেতা দলটি টানা তিনটি ড্র করার পর শেষ ম্যাচে চেন্নাই সিটি এফসি'র কাছে হার মানে। এই হারের দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করেন সঞ্জয় সেন। বাগান ফুটবলারদের নতুন হেডস্যার হিসাবে নির্বাচিত হন সঞ্জয়েরই সহকারী শঙ্করলাল চক্রবর্তী। আর দায়িত্ব গ্রহণ করেই বাগানকে জয়ে ফেরালেন শঙ্কর। এদিন দলে হাফডজন পরিবর্তন করেন তিনি। চোটের জন্য চার ম্যাচ বাইরে কাটানোর পর দলে ফেরেন অরিজিৎ বাগুই। পাশাপাশি বাগান জার্সিতে অভিষেক হয় ক্যামেরন ওয়াটসনের। এছাড়াও দলে ফেরেন কিংশুক দেবনাথ, রেনিয়ার ফার্নান্ডেজ, নিখিল কদম ও দীপেন্দু দুয়ারি। প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়েন অভিষেক দাস, রানা ঘরামি, শিল্টন ডি সিলভা, সৌরভ দাস, আজহারউদ্দিন মল্লিক ও শেখ ফৈয়াজ। দলে নিজেদের জায়গা ধরে রাখেন শিল্টন পাল, কিংসলে, রিকি, ক্রোমা ও ডিকা।

কোচ এবং ফুটবলার বদলের প্রভাব পড়ল বাগানের খেলাতেও। মাঠ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ফুটবলে যেভাবে খেলাটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়, সেই পদ্ধতি এবারের আই লিগে প্রায় অনুপস্থিত। এদিন সেই চেষ্টাই করল মোহনবাগান। ঠিকঠাক ফুটবলার ছাড়া এই পদ্ধতিতে দারুণ কিছু করা যায় না ঠিকই, কিন্তু সীমিত ক্ষমতা নিয়েই লড়ল সবুজ-মেরুন শিবির। আর এর কৃতিত্বের সিংহভাগ দাবি করতে পারেন ওয়াটসন। মাত্র তিনদিন অনুশীলন করে রেনিয়ারের সঙ্গে নিজের জুটি তৈরি করে নিয়েছেন এই বিদেশি মিডিও। শান্ত ওয়াটসন ও ছটফটে রেনিয়ারের সৌজন্যে ডিফেন্স করতে করতে আক্রমণ করার কথা ভুলে যায় আইজলের ফুটবলাররা। ওয়াটসনের ম্যাচ রিডিং এককথায় অসাধারণ। নীরবে নিজের কাজটা করে থাকেন তিনি। প্রথম ম্যাচেই লেটার পাচ্ছেন, যতদিন যাবে তত ধারালো হবেন তিনি, আশাবাদী বাগান জনতা। ওয়াটসনের জোরে টানা ৯০ মিনিট চমৎকার ফুটবল খেলল বাগান, সনিকে ছাড়া যা ভাবাই যায় না। সনি ফিরলে ফের ভয়ংকর হয়ে উঠবে সবুজ-মেরুন শিবির।

এদিন বাগানের আক্রমণে সামনে কার্যত দিশেহারা দেখিয়েছে আইজলকে। শুরুতে অবশ্য এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল গতবারের চ্যাম্পিয়নরাই। ১৪ মিনিটে ওমোলাজার শট শিল্টনকে পরাস্ত করে ফেলেছিল। কিন্তু মোহনবাগানের ভাগ্য ভাল থাকায় পোস্টে লেগেই ফেরে সেই শটটি। ৩৮ মিনিটে অবশ্য গোল করার সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। গোল লাইন সেভ করে দলকে বাঁচান আইজলের মামা। শেষ পর্যন্ত আনন্দ করার সুযোগ পেয়ে যায় বাগান জনতা। ৫৩ মিনিটে মাসিহ সাইঘানির আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় শঙ্করলালের দল। ৭৫ মিনিটে নিখিলের পাস থেকে দলের দ্বিতীয় গোলটি করে জয় নিশিত করেন ডিকা।

এদিন অবশ্য আরও বেশি গোলে জিততে পারত মোহনবাগান। ডিফেন্স ও মাঝমাঠের ফাটল ভরাট করতে পারলেও ফরোয়ার্ড লাইনের সমস্যা এখনও মিটিয়ে উঠতে পারেনি বাগানের নতুন হেডস্যার। পুরো মাঠ জুড়ে চমৎকার ফুটবল খেললেও বিপক্ষ বক্সে আটকে গেছেন বাগানের ফরোয়ার্ডরা। এদিন অন্তত চারটি গোলের সুযোগ নষ্ট হয়েছে ক্রোমা-ডিকা জুটির সৌজন্যে। বিশেষত ৬২ মিনিটে আইজলের ফাঁকা গোলে বল রাখতে ব্যর্থ হন ক্রোমা। তাঁর হেড প্রতিহত হয় পোস্টে লেগে। স্ট্রাইকাররা সহজ গোল করতে ব্যর্থ হলে কোনও কোচেরই কিছু করার থাকে না। কিন্তু এদিনের ম্যাচ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, মাত্র তিনদিন স্বাধীনভাবে অনুশীলন করিয়েই দলের শারীরী ভাষা অনেকটাই বদলে দিয়েছেন শঙ্করলাল। পুরো দলের খেলার মধ্যে কোচের নির্দিষ্ট চিন্তা ভাবনার ছাপ রয়েছে। আই লিগে তাঁর প্রথম ম্যাচ দেখে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফুটবলার হিসাবে তাঁর কেরিয়ার দীর্ঘস্থায়ী না হলেও কোচ হিসাবে বহু দূর যাবেন শঙ্করলাল। এদিন আইজলকে হারানোর সুবাদে ৮ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলের চতুর্থ স্থানে উঠে এল মোহনবাগান।

চার্চিলকে হারিয়ে শীর্ষে থাকাই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের

পানাজি, ৭ জানুয়ারি: আই লিগের অভিযানটা খুব একটা ভাল না হলেও প্রথম পর্বের ৮ ম্যাচের শেষে খেতাব দৌড়ে ইস্টবেঙ্গল রয়েছে সবার আগে। এর এই জায়গাটাই ধরে রাখাই লক্ষ্য লাল-হলুদ কোচ খালিদ জামিলের। টানা ৪ ম্যাচে জয়ের পর নেরোকার বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও জিততে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। নেরোকার বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করলেও শেষ ম্যাচে ইন্ডিয়ান অ্যারোজের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে খালিদ জামিলের ছেলেরা। তবে এসব নিয়ে এতটুকু চিন্তিত নন, ইস্টবেঙ্গলের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক খালিদ জামিল। তাঁর ভাবনায় শুধু গোয়ার মাটিতে চার্চিল বধ। চার্চিল ম্যাচে ৩ পয়েন্ট

পাওয়া মানেই জয়ের ধারা বজায় রাখার পাশাপাশি লিগ টেবলের শীর্ষস্থানটি ধরে রাখা। প্রতিপক্ষ চার্চিলকে নিয়ে চিন্তিত হওয়ার পাশাপাশি লাল-হলুদের হেডস্যার খালিজ জামিলের চিন্তা গোয়ার গরম আবহাওয়া। ইম্ফল, দিল্লির মাঠে ঠান্ডা পরিবেশে খেলার পর গোয়ার মাটিতে গরম আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতেই ৩ দিন আগে গোয়ায় পৌঁছেছে লাল-হলুদ শিবির। আবহাওয়া নিয়ে চিন্তিত থাকলেও খালিদ জামিল কিছুটা স্বস্তিতে আছেন প্লাজার চোট সারায়। নেরোকা ম্যাচে চোট পাওয়ায় ইন্ডিয়ান অ্যারোজের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর স্ট্রাইকার প্লাজা। ৫ ম্যাচে প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স কোনও পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি। তবু চার্চিলকে গুরুত্ব দিয়েই প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচে গোয়ার মাটিতে মশাল জ্বালানোই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গল কোচের। এখন দেখার, গোয়ার মাটিতে চার্চিল ব্রাদার্সকে হারিয়ে জয়ের ধারা বজায় রাখার পাশাপাশি লিগ টেবলে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষস্থানটি ধরে রাখতে পারে কি না।

'দিল্লির চিতা' নিসার যাচ্ছে বিদ্যুৎ বোল্টের ক্যাম্পে

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি: স্বপ্ন নয় সত্যি, গলি থেকে রাজপথে। শিরোনামটা কিছুটা এরকমই হতে পারত। দিল্লির গলি থেকে নিসার আহমেদ উড়ে যাবেন জামাইকায়। সেখানেই প্রশিক্ষণ নেবেন দেশের অনূর্ধ্ব-১৬ ভারতীয় এই অ্যাথলিট। সেটাও আবার অলিম্পিকে আটবারের সোনা জয়ী উসেইন বোল্টের ডেরায়।

কে এই নিসার আহমেদ? দিল্লির আজাদপুর এলাকার বাদা বাগ বস্তিতে দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠা এক স্প্রিন্টার। বাবা পেশায় রিক্সা চালক। সংসার টানেন তিনিই। ট্র্যাকে প্রতিদিন দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে দিন অতিবাহিত করতে হয় নিসারকে। জীবনের বাধাগুলোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া স্বপ্ন দেখেন ১৫'র উঠতি দৌড়বিদ। দিল্লিতে নিসারের আরও একটা অন্য পরিচয়ও রয়েছে। ভালবেসে তাঁকে 'দিল্লি কা চিতা' বলে ডাকে সবাই। সেই 'চিতা'ই এবার পাড়ি দেবে আরেক 'চিতা' বিদ্যুৎ বোল্টের আস্তানায়।

জামাইকার কিংস্টোনের রেসারস ট্র্যাক ক্লাবে প্রশিক্ষণের জন্য ভারত থেকে সুযোগ পেয়েছে ১৫-১৮ বছর বয়সের ১৪ জন উঠতি স্প্রিন্টার। সেই তালিকাতেই নাম রয়েছে দিল্লির নিসারের। অলিম্পিয়ান উসেইন বোল্টেও জামাইকার এই ট্রেনিং ক্লাব খেরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

আজারপুরের নিসারের এবার 'আজাদ' হওয়ার পালা। আট বাই আট ফুটের ঘর থেকে স্বপ্নের রানওয়েতে দৌড় শুরু নিসারের। বোল্টের ক্লাবে অনুশীলন করার সুযোগ পেয়ে আপ্লুত দিল্লির অ্যাথলিট। নিসার জানান, 'আমি জামাইকায় প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগকে কাজে লাগাতে চাই। বোল্টের দেশে পাওয়া অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে মেডেল দিতে চাই।'

নভেম্বরে হয়ে যাওয়া ৩৩ তম জুনিয়র অ্যাথলিট চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৬ ১০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড গড়েছেন নিসার। ১০০ মিটার দৌড়াতে সময় নিয়েছেন মাত্র ১০.৮৫ সেকেন্ড। সেপ্টেম্বরে দিল্লির রাজ্য অ্যাথলিট মিটে ১১ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছিঠলেন 'দিল্লির চিতা।'

এলিস পেরি : বহুল প্রতিভাধর এক নারী ক্রীড়াবিদ

পার্থ, ৭ জানুয়ারি: ১৯৭৩ সালের নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রথম আসরের শিরোপা হাতে ওঠে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক রিচেল হিহো ফ্লিন্টের। প্রথম নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতে তিনি বড় ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসাবে টেস্ট ক্রিকেটে ছয় হাঁকান এবং তাঁর নেতৃতবে কখনও ম্যাচ হারেনি ইংল্যান্ড। ২৩টি ওডিআইতে ৫৮.৪৫ ব্যাটিং গড়ে ৬৪৩ রান করেন তিনি। এছাড়া ২২ টেস্টে তিনটি শতকের সাহায্যে ১৫৯৪ রান করেন ফ্লিন্ট। নারী ক্রিকেটের সফলতার অগ্রদূত ফ্লিন্টের সম্মানার্থে আইসিসি বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটারের পুরস্কার তার নামানুসারে দেওয়া হয়। উদ্বোধনী পুরস্কারটি জেতেন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার এলিস পেরি।

নিউজিল্যান্ডের এমি স্যাটার্থওয়েট ও ভারতের হারমানপ্রিত কৌরকে টপকে পেরি বর্ষসেরা ক্রিকেটারের এ পুরস্কার জেতেন। এই অলরাউন্ডার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত সময়ে ১৯টি ওডিআইতে ৯০৫ রান করার পাশাপাশি মিডিয়াম পেস বল করে ২২টি উইকেট শিকার করেছেন। এছাড়াও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দিবারাত্রির একমাত্র অ্যাশেজ টেস্ট ম্যাচে ৩৭৪ বলে ২৭টি চার এবং একটি ছয় মেরে ২১৩ রানে অপরাজিত থাকার ইনিংস খেলার পাশাপাশি তিন উইকেট শিকার করেন। যার দরুণ তিনি অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। নারী টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এলিস পেরির ২১৩* রানের ইনিংসটি তৃতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। প্রায় ১৩ বছর পর কোনও নারী ক্রিকেটার হিসাবে টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিশতক হাঁকালেন তিনি।

১৯৯০ সালের ৩ নভেম্বর। সিডনির শহরতলী ওয়াহরঙ্গায় মার্ক এবং ক্যাথির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এলিস আলেকজান্দ্রা পেরি। পেরির শৈশবকাল কেটেছিল সিডনি থেকে ট্রেনের মাধ্যমে ৩০ মিনিটের দূরত্বের পিম্বলে। ক্রীড়া অনুরাগিদের জন্য আদর্শ জায়গা পিম্বল। এখানে বেশ কয়েকটি প্রাইভেট স্কুল আছে। খেলার মাঠ, টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল - সবকিছুর দেখা মিলবে পিম্বলে। এলিস পেরি পিম্বল প্রাইভেট স্কুলে পড়াকালে সেখানকার খেলাধূলা, অ্যাথলেটিক্স দল, ক্রিকেট দল এবং পলিটিক্যাল কার্টুনের অধিনায়ক ছিলেন।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ নারী ক্রিকেটার হিসাবে অস্ট্রেলিয়া দলে অভিষেক ঘটে এলিস পেরির। তার রাজ্য নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে তখনও অভিষেক ঘটেনি। এর তিন মাস আগেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটে। অভিষেক ওডিআইতে ব্যাট হাতে নয়া নাম্বারে নেমে ১৯ রান করার পাশাপাশি দুই উইকেট শিকার করেন তিনি।

২০০৭-০৮ মরশুমে নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে নারী জাতীয় ক্রিকেট লিগে অভিষেক ঘটে এলিস পেরির। মরশুমে নিজের প্রথম ম্যাচে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২৯ রান খরচায় দুই উইকেট শিকার করেন পেরি। তার প্রথম উইকেটটি ছিল সেসময়কার নারী ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান ক্যারেন রল্টনের। এলিস পেরির খেলা প্রথম মরশুমেই তার দল নিউ সাউথ ওয়েলস চ্যাম্পিয়ন হয়। তিনি ৭টি ম্যাচ খেলে ১৩.২০ ব্যাটিং গড়ে ৬৬ রানের পাশাপাশি ৯ উইকেট শিকার করেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ব্যাট বলে দলের দয়ে সহায়তা করার দরুণ খুব শীঘ্রই টেস্ট দলে ডাক পান এলিস পেরি। ২০০৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক টেস্ট ম্যাচ খেলেন তিনি। অভিষেক টেস্টের দুই ইনিংসে মোট ২৭ রান এবং তিন উইকেট শিকার করেন।

২০০৮-১৭ সাল পর্যন্ত সাতটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন পেরি, যার সবকটি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। প্রথম চার টেস্টে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে পারলেও শেষ তিন টেস্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন। ২০১৪ সালের পার্থ টেস্টে ১০২ রান করার পাশাপাশি ৮ উইকেট শিকার করেন। ২০১৫ সালে ক্যান্টারবেরি টেস্টে ৯ উইকেট শিকার করেন এবং সর্বশেষ সিডনি টেস্টে ২১৩* রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। নারী ক্রিকেটের অন্যতম সেরা এই অলরাউন্ডার সাতটি টেস্টে ৬১.৭১ ব্যাটিং গড়ে ৪৩২ রান এবং ১৭.৩৩ বোলিং গড়ে ৩০ উইকেট শিকার করেন।

২০১০ সালে নারী টি-২০ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসরের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হয় প্রথমবারের মতো ফাইনালে ওঠা অস্ট্রেলিয়া। প্রথমে ব্যাট করে আট উইকেটে ১০৬ রান সংগ্রহ করে অস্ট্রেলিয়া। যেসময় এলিস পেরি বোলিং অলরাউন্ডার হিসাবে খেলতেন। তার ব্যাটিং পজিশন ছিলো লোয়ার অর্ডারে। আট উইকেটের পতন ঘটলেও পেরি ব্যাটিং করার সুযোগ পাননি। তবে বল হাতে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপের শিরোপা জেতান তিনি। জয়ের জন্য শেষ বলে নিউজিল্যান্ডের দরকার পাঁচ রান। সুপার ওভারের জন্য চার রান। ব্যাটিং প্রান্তে নিউজিল্যান্ডের ইনিংসের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক শোফি ডিভাইন।

এলিস পেরির করা শেষ বলে সোজা ব্যাট চালান ডিভাইন। ক্যামেরাম্যান বল খুঁজছিলেন বাউন্ডারিতে। কিন্তু পেরি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তার ডান পায়ের সাহায্যে বল রুখে দিলে

অস্ট্রেলিয়া তিন রানে জয় পায়। এলিস পেরি চার ওভারে ১৮ রান খরচায় তিন উইকেট শিকার করে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন। অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল ২০১২ এবং ২০১৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের শিরোপাও ঘরে তোলে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ অনুষ্ঠিত নারী টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৬ উইকেটে জয় পায় অস্ট্রেলিয়া। এতে করে হ্যাটট্রিক শিরোপা জেতে অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালে এলিস পেরি বল হাতে ১৩ রানে দুই উইকেট শিকারের পর ৩১* রানের ইনিংস খেলেন। ২০১৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে অস্ট্রেলিয়া। এলিস পেরি চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য ছিলেন। ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে গোড়ালির ইনজুরি নিয়ে খেলেন এলিস পেরি।

নয় নাম্বারে ব্যাট করতে নেমে ২২ বলে অপরাজিত ২৫ রান এবং বল হাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টপ অর্ডারের প্রথম তিন উইকেট তুলে নেন মাত্র ১৯ রান দিয়ে। ২০১৫ সালের অ্যাশেজে তাঁর দুর্দান্ত নৈপুণ্যে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাশেজ জেতে অস্ট্রেলিয়া। বোলিং এবং ব্যাটিং দুই বিভাগেই দুই দলের সেরা পারফর্মার ছিলেন পেরি। সাত ম্যাচে ২৬৪ রান এবং ১৬ উইকেট শিকার করে সিরিজ সেরার পুরশকার জিতেছিলেন তিনি।

কেরিয়ারের শুরুতে এলিস পেরি মূলত বোলিং অলরাউন্ডার হিসাবে খেলতেন। তার ব্যাটিং পজিশন ছিল শেষের দিকে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৭,৮,৯ এবং ১০ নাম্বাপ ব্যাটিং পজিশনে ব্যাট করতেন তিনি। ২০১৪ সাল থেকে শুরু হয় ব্যাটসম্যান এলিস পেরির ভেলকি। ২০১৪-১৬ সাল পর্যন্ত ২৩টি ওডিআইতে ১৭টি অর্ধশতক হাঁকিয়েছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৭টি অর্ধশতক হাঁকাতে সবচেয়ে কম ইনিংস খেলেছেন তিনি। ধারাবাহিকভাবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে ২০১৭ সালের এপ্রিলে 'উইজডেনস লিডিং ওমেন ক্রিকেটারের' পুরস্কার জেতেন পেরি।

পেরি এখন পর্যন্ত ৯৪টি ওডিআইতে ৫০.২৭ ব্যাটিং গড়ে ২৪১৩ রান করেছেন এবং ১২৬টি উইকেট শিকার করেছেন। কেরিয়ারের শুরুতে লোয়ার অর্ডারে ব্যাট করলেও বর্তমান টপ অর্ডারে ব্যাট করেন পেরি। তিন নাম্বারে ব্যাটিং পজিশন আট ইনিংসে ৫২.১২ ব্যাটিং গড়ে ৪১৭ রান করেন। চারে ২৩ ইনিংসে ৮৮.৭৮ ব্যাটিং গড়ে ১১৫৯ রান এবং পাঁচ নম্বরে নেমে ৬ ইনিংসে ১৭০.৫০ ব্যাটিং গড়ে করেছেন ৩৪১ রান। তিনি বর্তমানে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন উইমেন্স বিগ ব্যাশ সিডনি সিক্সার্সের হয়ে। আসরের প্রথম ম্যাচেই মেলবোর্ন স্টার্সের বিপক্ষে ৪৯ বলে অপরাজিত ৯১ রানের ইনিংস খেলেছেন। এখন পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচে ৭৪.৬৬ ব্যাটিং গড়ে আসরের সর্বোচ্চ ২২৪ রান করেছেন।

এলিস পেরি ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলেও সমান দক্ষ। ফুটবলে ডিফেন্ডার হিসাবে খেলেন তিনি। ২০০৭ সালের ৪ আগস্ট মাত্র ১৬ বছর ৯ মাস বয়সে হংকংয়ের বিপক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ খেলেন পেরি। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই গোল করেন তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবল কেরিয়ারে তিনটি গোল করেছেন তিনি।

হংকংয়ের পর ২০০৮ সালের ৩১ মে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে এবং ২০১১ সালের ৯ জুলাই সুইডেনের বিপক্ষে গোল করেন তিনি। এলিস পেরি প্রথম অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার হিসাবে ক্রিকেট বিশ্বকাপ এবং ফুটবল বিশ্বকাপ খেলেন। ফুটবল এবং ক্রিকেট দুটো খেলাতেই সমান পারদর্শী হওয়ার কারণে বেশ কয়েকবার মধুর সমস্যায় পড়তে হয়েছিল পেরিকে। ২০১০ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ এবং এএফসি উইমেন্স এশিয়া কাপ একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দুই দলের মূল একাদশে পেরির সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত ছিল। শেষপর্যন্ত তিনি ক্রিকেটকেই বেছে নেন।

২০১৩ সালের ১৯ জানুয়ারি আবারও এমনই এক সমস্যায় পড়েন পেরি। ফুটবলে উইমেন লিগের সেমিফাইনালে তার দল সিডনি ফুটবল খেলা এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের টি-২০'র ফাইনালে খেলার সময়সূচি একই দিনে পড়ে। এবার তিনি ফুটবলকে বেছে নেন। বর্তমানে এলিস পেরি ফুটবলের চেয়ে ক্রিকেটে বেশি মনোযোগী, যেটা তার সাম্প্রতিক ব্যাটিং পারফরম্যান্স দেখেই বোঝা যায়। যেসব মেয়ের খেলাধূলা নিয়ে কেরিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখেন, তাদের বড় আইডল এখন এলিস পেরি।

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্ত্বাধিকারী : আশিষ লাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস্ লাহা*(পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).